কোয়ান্টাম মেথড-১৬

বদলে গেছে লাখো জীবন!!

মুফতী শরীফুল আ'জম

কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ফলে নাকি "বদলে গেছে লাখো জীবন!" এটা তাদের জোড়ালো দাবি। কিন্তু কিভাবে বদলে গেল? কী পেয়ে বদলে গেল? বদলে গিয়ে কী হলো? আর যা হলো তা আসলেই কাম্য কি না? জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিচ্যুত মানুষেরা যদি ওই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের দরুন পথের দিশা পেয়ে থাকে তবে তো এই দাবি বাস্তব ও সার্থক। আর যদি তা না হয়ে উল্টো ঈমান-আমল ধ্বংস হয়ে বসে, তবে দাবিটি নিছক ধোঁকা বলে সাব্যস্ত হবে। যাদের জীবন বদলে গেছে বলে দাবি করা হচ্ছে এমন লোকদের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। কোয়ান্টামের বিভিন্ন স্মারক, বুলেটিন ও বই-পুস্তকে অনেকের সাফল্যগাথা মন্তব্য-বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোকে সংকলন করে "কোয়ান্টাম ভাবনা সাফল্যগাথা" নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে সকলে একই সুরে গেয়ে গেছে নিজেদের প্রাপ্তির অনুভূতির কথা। মোট পাঁচ ধরনের প্রাপ্তির কথা ঘুরেফিরে সকলের কথার মাঝে ফুটে উঠেছে। সুস্বাস্থ্য, প্রাচুর্য, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও সুখী পরিবার। একজন মানুষের সফল জীবনের জন্য এই পাঁচ বস্তুর অপরিহার্যতা কতটুকু, আর এগুলো না থাকলে ব্যার্থতার মাত্রা কতটুকু বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া চাই। জীবনের সাফল্য বা ব্যার্থতা নির্ণয়ের জন্য জীবনের উদ্দেশ্য জানা থাকতে হবে। যদি বলা হয় মানবজীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগী করে মাওলার গোলাম হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করা। তবে এমন জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা ঈমান-আমলের ভিত্তিতে নির্ণিত হবে। আর যদি পার্থিব যশ-খ্যাতি আর আনন্দ-ফুর্তিকে জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মনে করা হয়, তবে ওই পাঁচ বস্তুই হবে সাফল্যের প্রতীক। এগুলো পেলেই জীবন সফল ও সার্থক মনে হবে। জীবন বদলে গেছে বলে দাবি করা সহজ হবে। এমন সাফল্যের জন্য সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানেরও প্রয়োজন হবে না। যার যার ধর্ম পালন করেও এমন সাফল্য অর্জন সম্ভব হবে। কিন্তু চোখ বন্ধ হলেই মরীচিকার মতো সকল সাফল্য সকল প্রাপ্তি শূন্যে মিলিয়ে যাবে। জীবন বদলে যাওয়ার দাবি মিছে প্রমাণিত হবে। কোয়ান্টামের ধোঁকা-প্রতারণা ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু তখন আফসোস করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকবে না। ফিরে এসে জীবনটাকে বদলে ফেলার লাখো আকুতি শোনা হবে না।

কোয়ান্টাম মানবজাতিকে এই সর্বনাশা পথে ঠেলে দিতেই পার্থিব খ্যাতি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে। জীবনের লক্ষ্য অধ্যায়ে বলা হয়েছে–

প্রশ্ন: জীবনের লক্ষ্য বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: জীবনের মূল লক্ষ্য হলো পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে আমার আগমনকে অর্থবহ করা। আর তার উপায় হলো নিজেকে জিজ্ঞেস করা যে, কেন এসেছি আমি, কী করতে চাই। একটাই তো জীবন। জীবনটাকে কিভাবে উপভোগ করতে চাই। সময়টাকে কিভাবে ব্যয় করতে চাই।

চারপাশের মানুষের কাছ থেকে আমি কী চাই? তাদেরকে কী দিতে চাই? এ প্রশ্নগুলোর উত্তরই হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য। এর আরো সহজ উপায় হচ্ছে মিডিয়ায় নিজের মৃত্যু সংবাদ কিভাবে দেখতে চাই, শুনতে চাই সেটাকে অবলোকন করা। কারণ একজন কীর্তিমান মানুষের মৃত্যু সংবাদেই থাকে তার জীবনের সব অবদানের কথা। (হাজারো প্রশ্নের জবাব, মহাজাতক ১/২৬২)

কোয়ান্টামের মতে জীবনের উদ্দেশ্য মিডিয়াতে মৃত্যু সংবাদ ফলাও করে প্রচার পাওয়ার মতো খ্যাতি বা কৃতিত্ব অর্জন করা। কোনো মু'মিন মুসলমানের বক্তব্য এমন হতে পারে না। এমন কথা সেই বলতে পারে যার আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান নেই। 'একটাই তো জীবন' কথাটির অর্থই হচ্ছে পরকালের জীবন অস্বীকার করা। মুমিন-মুসলমানের বক্তব্য হচ্ছে পার্থিব এ জীবনের পরে চিরস্থায়ী আরেকটি জীবন রয়েছে। পরকালীন সেই জীবনের সুখ-শান্তির পুঁজি আহরণ হচ্ছে ইহকালের এ জীবনের লক্ষ্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয যারিয়াত-৫৬)

তাই জীবনের লক্ষ্য পার্থিব খ্যাতি অর্জন নয় বরং আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীই হচেছ মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

তাহলে ওই পাঁচ বস্তু পেয়ে জীবন বদলে যাওয়ার দাবিটি একটি ধোঁকা সাব্যস্ত হলো। ঈমান-আমল ছাড়া এ সকল অর্জন চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে ধোপে টিকবে না এ কথা নিশ্চিত। পবিত্র কুরআন থেকে পাঁচটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

সুস্বাস্থ্য :

কোয়ান্টামের ফর্মুলা মেনে চলায় অনেকে দীর্ঘ দিনের রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাময় লাভ করেছে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ায় জীবন বদলে গেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। দৈহিক সুস্থতাকে জীবনের চরম প্রাপ্তি হিসেবে গণ্য করছে। সুস্থতা একটি অমূল্য নেয়ামত এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ঈমান-আমল বাদ দিয়ে শারীরিক সুস্থতাকে সাফল্যের ভিত্তি মনে করার অবকাশ নেই। দেহ সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হলো কিন্তু শেষ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনিত ধর্ম মেনে দেহ পরিচালিত হলো না তবে এই সুস্থ দেহ জাহান্নামের লাকড়িতে পরিণত হবে। কওমে আদ যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পবিত্র কুরআনে তাদের ইতিহাস ও পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আদ প্রকৃতপক্ষে নূহ (আ.)-এর পুত্র সামের বংশধরের এক ব্যক্তির নাম। তারা ছিল সুঠামদেহী ও বিরাট বপুসম্পন্ন। দৈহিক আকার-আকৃতিতে ও শারীরিক শক্তি সামর্থ্যের দিক দিয়ে আদ জাতিকে মানব ইতিহাসে অনন্য বলে চিহ্নিত করা হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ(٨)

" আপনি লক্ষ্য করেননি। আপনার পালনকর্তা আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কী আচরণ করেছিলেন। যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোনো লোক সৃজিত হয়নি।"(সূরা আল ফজর ৬-৮)

নিজেদের সুস্বাস্থ্য ও দৈহিক শক্তিমত্তা নিয়ে আদ সম্প্রদায় সদা গর্ববোধ করত। পবিত্র কুরআনে তাদের এই মনোভাব এভাবে তুলে ধরা হয়েছে-

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

"যারা ছিল আদ তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করল এবং বলল, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে?" (সূরা হা-মীম সিজদাহ-১৫)

সুস্বাস্থ্যের এই নিয়ামত তাদের জন্য সফলতা বয়ে আনার পরিবর্তে কাল হয়ে দাঁড়াল। যে বিশ্ব প্রতিপালকের নিয়ামতের বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হচ্ছিল। তারা তাকে পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজায় আত্মনিয়োগ করে। আল্লাহর নবী হযরত হুদ (আ.) আদ জাতিকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে একত্ববাদের অনুসরণ করতে আদেশ করেন। কিন্তু তারা স্বীয় ধনৈশ্বর্যের মোহে মত্ত হয়ে তাঁর আদেশ অমান্য করে। এর পরিণতিতে তাদের উপর কঠোর আযাব নাযিল হয়। প্রথমত তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টি বন্ধ থাকে। ফলে তাদের শস্যক্ষেত শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। বাগান জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করে না। অতঃপর আট দিন সাত রাত্রি পর্যন্ত তাদের উপর প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আযাব সওয়ার হয়। ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগবাগিচা ও দালানকোঠা ভূমিসাৎ হয়ে যায়। মানুষ ও জীবজন্তু শূন্যে উড়তে থাকে। অতঃপর উপুড় হয়ে মাটিতে পড়তে থাকে। এভাবে সুঠাম দেহের অধিকারী আদ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

তাদের এই শোচনীয় পরিণতির কথা পবিত্র কুরআনে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে-

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (٥٩) وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ (٦٠)

"এ ছিল আদ জাতি যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতকে অমান্য করেছে, আর তদীয় রাসূলগণের অবাধ্যতা করেছে এবং প্রত্যেক উদ্ধত বিরোধীদের আদেশ পালন করেছে। এ দুনিয়ায় তাদের পিছনে পিছনে লা'নত রয়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও; জেনে রাখ, আদ জাতি তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে, হুদের জাতি আদ জাতির প্রতি অভিসম্পাত রয়েছে জেনে রাখ।" (সূরা হুদ-৫৯-৬০)

বোঝা গেল, সুস্বাস্থ্য তাদের জীবন বদলে দিতে পারেনি। নবীর আদেশ অমান্য করার ফলে তারা চিরদিনের জন্য অভিসম্পাত কামাই করেছে। কোয়ান্টাম চর্চা কথিত সুস্বাস্থ্য দিতে পারলেও জীবন বদলে দিতে পারবে না। শেষ নবী ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশ অমান্য করে যার যার ধর্ম পালন করতে থাকলে সুস্থ দেহের অধিকারী হয়েও চরমভাবে ব্যর্থ হতে হবে। 'সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন' এই স্লোগান কোনো কাজে আসবে না।

প্রাচুর্য :

অনেকে কোয়ান্টাম চর্চার ফলে প্রাচুর্যের মালিক হয়েছেন বলে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে। প্রাচুর্যের কারণে তাদের জীবন বদলে গেছে, সফল হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, সফলতা একমাত্র আল্লাহর হুকুম আর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ অনুসরণের মাঝে নিহিত রয়েছে। প্রাচুর্যের মাঝে কোনো সফলতা নেই। যার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ধনবীর কারুন। প্রাচুর্যের মাঝে ডুবে থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহর হুকুম নবীর আদর্শ না মানায় সফল হতে পারেনি। পবিত্র কুরআনে তার ধন-ভাণ্ডারের বিবরণ ও শেষ পরিণতির কথা উল্লেখ হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ

"কারুন ছিল মুসার সম্প্রদায়ভুক্ত। অতঃপর সে তাদের প্রতি দুষ্টুমি করতে আরম্ভ করল। আমি তাকে এত ধন-ভাণ্ডার দান করেছিলাম যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলল, দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদের ভালোবাসেন না।" (সূরা আল কাসাস-৭৬)

কারুন এই প্রাচুর্যকে নিজস্ব অর্জন বলে মনে করত এবং বলত- قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي "আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি।" (সূরা আল কাসাস-৭৮)

অর্থাৎ আমি যা কিছু পেয়েছি তাতে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের কোনো দখল নেই। এটা আমি আমার বিচক্ষণতা ও কর্ম তৎপরতার দ্বারা অর্জন করেছি। মূর্খ কারুন এ কথা বুঝল না যে, বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা, শিল্প অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য এগুলোও তো আল্লাহ তা'আলারই দান ছিল, তার নিজস্ব গুণ গরিমা ছিল না।

কোয়ান্টামের দাবিও অনেকটা এমনই। মেধার বলেই তাদের প্রাচুর্য লাভ হয় বলে ধারণা দেয়া হচ্ছে। "আমরা মেধাকে সেবায় রূপান্তরিত করছি, বিনিময়ে প্রাচুর্য আসছে।" (হাজারো প্রশ্নের উত্তর মহাজাতক ২/৪১৮)

এ ছাড়া বলা হয়েছে- "প্রাচুর্য প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার।" (কোয়ান্টাম কণিকা-২৫) প্রাচুর্য আল্লাহর দান এমন শিক্ষা কোয়ান্টামে নেই। আর আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হওয়ার মূল কারণ এটাই। নিজের অর্জন আর নিজের অধিকারের কথা ভেবে ধনকুবের কারুন আল্লাহর হুকুম আর ওই যুগের নবী হযরত মূসা (আ.)-এর আদর্শ অনুসরণে বেকে বসল। ব্যস, আল্লাহর আযাব তার জন্য অবধারিত হয়ে গেল। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ

"অতঃপর আমি কারুনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো দল ছিল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারল না।" (সূরা আল কাসাস-৮১)

কারুনের প্রাচুর্য কোনো সফলতা বয়ে আনতে পারল না। অর্থ-বিত্তের সাথে সাফল্যের কোনো সম্পর্ক নেই। সফলতা আর ব্যর্থতা ঈমান-আমলের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যার যার ধর্ম পালনের শিক্ষার মাধ্যমে যা আদৌ অর্জন করা সম্ভব নয়। এটা সম্পূর্ণ কুফরী মতবাদ। প্রাচুর্যের প্রলোভন দেখিয়ে কোয়ান্টাম এমন সব কুফরী মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মাঝে প্রচারের সুযোগ নিচ্ছে।

মাল দৌলত আল্লাহর নিয়ামত ও হতে পারে আবার ফেতনার কারণও হতে পারে। ইরশাদ হচ্ছে–

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

"সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা হলো এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আযাবে নিপতিত রাখা এবং প্রাণ বিয়োগ হওয়া কুফরী অবস্থায়।" (সূরা আত-তাওবা-৫৫)

অতএব প্রাচুর্যের চাকচিক্য দেখে ধোঁকা খাওয়া ঠিক হবে না। আল্লাহ তা'আলা চাইলে নাফরমান খোদাদ্রোহী চিরস্থায়ী জাহান্নামী কেউ সোনা-রুপার অট্টালিকার মালিক বানাতে পারেন। এই প্রাচুর্য সফলতার লক্ষণ নয়। অর্থ-বিত্ত পেয়ে জীবন বদলে গেছে মনে করা একটি ধোঁকা। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ

سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (٣٣) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ (٣٤) وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ(٣٥)

"যদি সব মানুষ এক মতাবলম্বী (কাফের) হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তবে যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে আমি তাদেরকে দিতাম তাদের গৃহের জন্যে রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি। যার উপর তারা চড়ত। এবং তাদের গৃহের জন্য দরজা দিতাম, এবং পালংক দিতাম, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত। এবং স্বর্ণ নির্মিতও দিতাম। এগুলো সবই তো পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী মাত্র। আর পরকাল আপনার পালনকর্তার কাছে তাদের জন্যই যারা ভয় করে।" (সূরা আয যুখরুফ ৩৩-৩৫)

অতএব কোয়ান্টামে কুফরী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে ধন-দৌলতে স্নাত হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখা কোনো মুমিনের কাজ হতে পারে না। প্রাচুর্যের খাতিরে কুফরী মেথড অবলম্বন নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। কোয়ান্টামের ভাইয়েরা নিজেদের অবস্থা ভেবে দেখুন, সত্য ধর্ম ইসলাম বাদ দিয়ে যার যার ধর্মে থেকে প্রাচুর্যবান হওয়ার শেষ ফল কী হতে পারে?

খ্যাতি:

কোয়ান্টাম চর্চা করে অনেকে খ্যাতিমান হয়েছেন বলে নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতে পেরেছেন। বিভিন্ন সেলিব্রেটিগণ সফল ক্যারিয়ার গড়তে সক্ষম হয়েছেন। নাচ-গান, অভিনয় ও খেলাধুলা

সহ নানা ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এসকল সাফল্যই তাদের মতে জীবন বদলে যাওয়ার মূল উপকরণ। কিন্তু এসকল খ্যাতি অর্জন করতে গিয়ে ঈমান-আমালের মতো অমূল্য সম্পদ বিসর্জন দিতে হচ্ছে কি না, একটু ভেবে দেখা দরকার। পার্থিব এ জীবনে খ্যাতিমান হওয়া বা অখ্যাত হওয়ার সাথে সফলতা বা ব্যর্থতার কোনো সম্পর্ক নেই। মানবজাতির সফলতা আল্লাহ তা'আলার হুকুম অনুসারে জীবন-যাপনের মাঝে নিহিত রাখা হয়েছে। সামুদ সম্প্রদায় ওই যুগের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মালিক ছিল। নরম মাটিতে বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ আর পাহাড় কেটে ঘরবাড়ি নির্মাণ প্রকৌশলে তারা ছিল বিখ্যাত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"তোমরা স্মরণ করো, যখন তোমাদের আদ জাতির পরে সর্দার করেছেন, তোমাদের পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন। তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মাণ করো এবং পর্বত গর্ত খনন করে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করো। অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।" (সূরা আল আরাফ-৭৪)

কিন্তু তাদের এই খ্যাতি তাদের জন্য কোনো সাফল্য বয়ে আনতে পারেনি। জীবনটাকে বদলে দিতে পারেনি। আল্লাহর নাফরমানীর কারণে গোটা সম্প্রদায় সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহর নবী হযরত সালেহ (আ.)-এর ভবিষদ্ববাণী অনুযায়ী প্রথম দিন তাদের সকলের চেহারা হলুদ রঙে আচ্ছাদিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় দিন সবার মুখমণ্ডল লাল এবং তৃতীয় দিন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায়। এটাই ছিল তাদের জীবনের শেষ দিন। ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হলো এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ চিৎকার শোনা গেল। ফলে সবাই একযোগে বসা অবস্থায় অধোমুখী হয়ে ভূশায়ী হলো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٧٨) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ(٧٩)

"অতঃপর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে সকাল বেলায় নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। সালেহ তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করল এবং বলল; হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের কাছে স্বীয় প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি কিন্তু তোমরা মঙ্গলকাঙ্ক্ষীদেরকে ভালোবাস না।" (সূরা আলা আ'রাফ ৭৮-৭৯)

প্রতিপত্তি :

কোয়ান্টাম চর্চার ফলে অনেকে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনে সক্ষম হয়েছেন বলে জানা যায়। কিন্তু প্রভাব-প্রতিপত্তি জীবনের সাফল্য নয়, আসল সাফল্য হচ্ছে আল্লাহর হুকুম মতে জীবন পরিচালনা করে জাহান্নাম থেকে পরিত্রান পাওয়া ফিরআউনের ঘটনা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সে ছিল বিশাল রাজ্যের মালিক। প্রভাব-প্রতিপত্তির কোনো ঘাটতি ছিল না।

وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ

"ফিরআউন দেশময় কর্তৃত্বের শিখরে আরোহণ করেছিল।" (সূরা ইউনুস-৮৩)

ফলে সে নিজেকেই খোদা বলে দাবি

করে বসে। হায়াত-মউতের মালিকও নিজেকে মনে করতে থাকে।

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

"এবং বলল আমি তোমাদের সেরা পালনকর্তা।" (সূরা আন নাযিআত- ২৪)

হযরত মূসা (আ.) তাকে সংযত হতে আহ্বান করেন এবং একত্ববাদের দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু এ দাওয়াতকে উপেক্ষা করে সে খোদাদ্রোহীতার চরম পর্যায়ে উপনীত হয়ে হযরত মুসা (আ.)কে গ্রেফতারের হুমকি দিয়ে বলে–

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ

"ফেরআউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব।" (সূরা আশ শুআরা- ২৯)

অবশেষে আল্লাহর আযাব তাকে পাকড়াও করে। দলবল, সৈন্য-সামন্তসহ তাকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়। তার সকল প্রভাব-প্রতিপত্তি সেদিন অসার প্রমাণিত হয়। জীবনকে বদলে দেয়ার পরিবর্তে ধ্বংস করে দেয়। ইরশাদ হচ্ছে–

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ

"অতঃপর আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম। তৎপর আমি তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব দেখ জালেমদের পরিণাম কী হয়েছে।" (সূরা আল কাসাস- ৪০)

সুখী পরিবার :

কোয়ান্টাম চর্চার ফলে সুখী পরিবার নসীব হয়েছে বলে অনেকে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। কোয়ান্টাম জীবন যাপনের যে বিজ্ঞান চর্চার আহ্বান জানাচ্ছে তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচেছ সুখী পরিবার। "কোয়ান্টাম চেতনার সাফল্য হচ্ছে পরিবারকে সুখী পরিবারে রূপান্তরিত করা। অন্য কোনো চেতনায় আমাদের দেশে এভাবে পারিবারিক রূপ পায়নি।" (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস ১৪৩)

কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে সুখী পরিবার গড়ে জীবন বদলের গান যারা গাইছেন তাদের ভেবে দেখতে হবে, এই সুখ একসময় দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে কি না? কারণ, কোয়ান্টামের যার যার ধর্ম পালনের দৃষ্টিভঙ্গি এক দিকে অমুসলিম পরিবারকে কুফর শিরকে নিমজ্জিত থাকতে উৎসাহ জোগায়। অপরদিকে তাদের বিভিন্ন কুফরী দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানদেরকে সপরিবারে ঈমানহারা করার পথ সুগম করে। ঈমান আমল ছাড়া পার্থিব বিবেচনায় সুখী পরিবারের শেষ পরিণতি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (١٠) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (١١) وَيَصْلَى سَعِيرًا (١٢) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا (١٣)

"এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ দিক থেকে দেওয়া হবে, সে মৃত্যুকে আহবান করবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সে তার পরিবার পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল।" (সূরা আল ইনশিকাক ১০-১৩)

বোঝা গেল পারিবারিক সুখশান্তি আর আনন্দ-ফুর্তি জীবন বদলের মাপকাঠি নয়। ঈমান আমলহীন সুখী পরিবারের শেষ ঠিকানা হবে জাহান্নাম। বদলে গেছে লাখো জীবন কথাটি প্রকৃত পক্ষে এমন পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে যারা কুফর শিরক পরিহার করে ঈমান গ্রহণ করেছে এবং সকল প্রকার গোনাহ মুক্ত থেকে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শে পরিবার গড়ে তুলেছে। এমন পরিবারই শেষ বিচারে সুখী বলে সাব্যস্ত হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে –

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (٢٧) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (٢٨)

"তারা বলবে আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত-কম্পিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম তিনি সৌজন্যশীল পরম দয়ালু।" (সূরা আত-তূর ২৬-২৮)

আল্লাহর ভয় নিয়ে যারা জীবন যাপন করে এই হচ্ছে তাদের প্রতিদান। আল্লাহ তাদেরকে সপরিবারে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে জান্নাতে একত্রে স্থান করে দেবেন। আর এটিই হচ্ছে আসল সফলতা। জান্নাতীদের পরস্পর সাফল্যগাথা ইতিবৃত্তের আলোচনা এই আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। এরাই প্রকৃত সুখী পরিবার। পক্ষান্তরে কোয়ান্টাম যে সুখী পরিবারের দীক্ষা দিচ্ছে তা ঈমানবিনাশী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে চূড়ান্ত সুখ বয়ে আনতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কোয়ান্টামের আদর্শে গড়ে ওঠা সুস্বাস্থ্য, প্রাচুর্য, খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং সুখী পরিবারের মাঝে বাহ্যিকভাবে সফলতা দৃষ্টিগোচর হলেও প্রকৃত পক্ষে এগুলো হচ্ছে ঈমানবিধ্বংসী ফাঁদ। আর 'বদলে গেছে লাখো জীবন' স্লোগানটি হচ্ছে একটি ধোঁকা।